ঈশ্বরের বাক্য - সত্য যা আপনাকে স্বতন্ত্র করে!

এই পাঠের বিষয়বস্তু:

প্রকৃত স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা আসে ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে জীবন ধারণের মধ্য দিয়ে। বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য এবং ইতিমধ্যে ইহা আপনার মধ্যে কাজ করছে। বাইবেল সেই সত্যকে দেখায় যা আপনাকে স্বতন্ত্র করে। এই সত্য আপনার জীবনকে পরিবর্তিত করবে।

আজ আপনি শিখবেন:

- **ঈশ্বরের বাক্য কি?**
- **ইহা কিভাবে কার্য্য করে?**
- **কেমন করে ইহা আপনাকে স্বতন্ত্র করে?**

নীচের নির্দেশ অনুযায়ী পাঠ করুন:

✓ বিষয় বস্তুটি পড়ুন এবং মূল বাক্যাংশগুলি চিহ্নিত করুন।

✓ আপনার বাইবেল থেকে পদগুলি খুঁজে বের করুন।

✓ সেগুলি দাগ দিয়ে রাখুন।

যত বেশী অধ্যয়ন করবেন ততবেশী বুঝতে পারবেন।

ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন।

১ ঈশ্বরের বাক্য কি?

ঈশ্বরের বাক্য, জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ঘটতে পারে সেই আপনার পরিত্রাণকে ইতিমধ্যে এনে দিয়েছে। এটা হয়েছে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে:

- আপনি যীশুর বিষয়ে যা বাক্য আছে তা শুনলেন।
- বাক্যে যা প্রতিজ্ঞা আছে তা আপনি গ্রহণ করলেন।
- আপনি বাক্যানুসারে বললেন।
- বাক্যে যেমন লেখা আছে ঠিক তেমনটাই ঈশ্বরও করলেন:

১পিতর ১:২৩-২৫

"তোমরা পুনর্জাত হইয়াছ ক্ষয়নীয় বীর্য্য দ্বারা এমন নয়। কিন্তু অক্ষয় বীর্য্য হইতে, জীবন্ত ও চিরস্থায়ী ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা।"

যাকোব ১:১৮ বাইবেল বলে যে, তোমরা বাক্যের মাধ্যমে নতুন জন্ম প্রাপ্ত হয়েছ। দেখতে পাচ্ছেন - ঈশ্বর আপনাকে পরিত্রাণ দিতে ইতিমধ্যে বাক্য ব্যবহার করেছে?

ঈশ্বর বাক্য কি? (ক্রমশঃ)

কিন্তু এটা শুরু মাত্র; জীবনের বাকী দিনগুলি আপনি বাক্যের শক্তিতেই বেঁচে থাকবেন!

ঈশ্বরের বাক্য হল বাইবেল - আর বাইবেল হল সত্য

যোহন ৮:৩১

ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে বাইবেল, এমন একটি পুস্তক যা রাখতে পারেন ও পড়তে পারেন, এটা হল এক চমৎকার উপহার। যীশু জানতেন যে, তিনি আমাদের মধ্যে চিরকাল থাকবেন না, ফলতঃ তিনি এক সমাধান বের করলেন: "যদি তোমরা আমার শিক্ষা অনুসরণ কর তাহলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য।" যীশুর শিক্ষা সকল বাইবেলে লিপিবদ্ধ আছে।

ঈশ্বর বাইবেলে তাঁর নিশ্বাস প্রদান করেছেন

বাইবেল কোন সাধারণ পুস্তক নয়। ঈশ্বরের দূতগণের মাধ্যমে আত্মা কথা বলেছিলেন এবং আত্মা যা বলেছিলেন সেগুলিকেই তাঁরা লিখে রেখেছেন।

২তীম: ৩:১৬,১৭

"প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি ঈশ্বর নিশ্বাসিত এবং শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জীভূত হয়।"

এই পুস্তক যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন

বাইবেলে যা কিছু লেখা আছে তা হলো ঈশ্বরের বাক্য। বাইবেলের মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে চিরকাল কথা বলে এসেছেন। বাইবেল ঈশ্বরের শক্তিশালী ও স্বতন্ত্রকারী সত্যকে প্রকাশ করে। যখনই আপনি খুলে অধ্যয়ন করবেন ইহা আপনাকে শিক্ষা দেবে ও সহায়তা করবে!

বাইবেলে কি কি আছে?

বাইবেলে দুটি ভাগ আছে: পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম। পুরাতন নিয়ম যীশু থাকাকালীন সময় হইতে ছিল এবং নূতন নিয়ম পরবর্তী কালে লেখা হয়েছে। বাইবেলে যীশু এবং সাধুদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সত্যতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইহার প্রতিটি শব্দ সত্য। কেবলমাত্র সত্যই নয় কিন্তু ইহা ঈশ্বরের শক্তি দিয়ে পরিপূর্ণ।

ইব্রীয় ৪:১২
মথি ৬:১৮

যীশু বলেছেন, "আমি তোমাদের সত্যই বলছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে সে পর্যন্ত ব্যবস্থার একমাত্র কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।"

আসুন এ পর্যন্ত আমরা যা কিছু শিখলাম তার সংক্ষিপ্ত রূপ দেখি:

যিশাইয় ৪০:৮
- বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য আর ইহা কোনদিন পরিবর্তিত হবে না।

যোহন ৮:৩১,৩২
- বাইবেলই হল যীশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকার চাবিকাঠি।

২ যীশু হল ঈশ্বরের বাক্য

বাইবেল, যা ঈশ্বরের বাক্য তা নিছক এক বই মাত্র নয়। যীশু হল ঈশ্বরের বাক্য।

যোহন ১:১ ঈশ্বর যখন এই জগৎকে সৃষ্টি করেছিলেন তখন থেকেই তিনি ছিলেন।

আদি ১:২ যীশু যখন জন্মগ্রহণ করলেন, ঈশ্বরের বাক্য স্পর্শনীয় বাস্তবে পরিণত হল

১যোহন ১:১ মানবরূপে। যীশু হল জীবনের বাক্য: "যাহা আদি হইতে ছিল, যাহা আমরা শুনিয়াছি, যাহা নিরীক্ষণ করিয়াছি এবং স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছি, জীবনের সেই বাক্যের বিষয়ে আমরা লিখিতেছি।"

বাক্য আপনার গৃহে আসে

যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে আপনার ঘরে, বিদ্যালয়ে বা কর্মক্ষেত্রে আসতে দেন, তখন যীশুই আসেন। আপনার জীবনে ছোট বড় সকল বিষয় সম্পর্কে তার কিছু বলার আছে। কল্পনা করুন যীশু সারাটা দিন আপনার অনুসরণ করছে। আপনার

কলসীয় ৩:১৬ সঙ্গে বসছে, কাজ করছে ও কথা বলছে! এটা ঘটবে যখন আপনি নিজের হৃদয় ও মনকে বাক্যের দ্বারা পূর্ণ হতে দেবেন। যীশু ঈশ্বরের বাক্য আপনার সহিত গমনাগমন করবে! কিভাবে? বাইবেলের মাধ্যমে, যেখানে আপনি যীশুর জীবনদায়ী বাক্য খুঁজে পান।

ঈশ্বরের বাক্য হল আত্মা ও জীবন

বাইবেল কোন সাধারণ বাক্যযুক্ত পুস্তক নয়। এই সকল বাক্যে জীবন আছে। যা ঐশ্বরিক জীবন। কিন্তু আপনাকে অবশ্য বাইবেল খুলতে হবে এবং সত্যকে গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই একমাত্র সত্য আপনাতে বাস করা শুরু করবে। যদি বাইবেল আপনার তাকে পড়ে থাকে তাহলে তা সত্য হলেও আপনার জীবনে কোন কাজ করবে না।

যীশু বলেছেন: "আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা আত্মা ও

যোহন ৬:৬৩ জীবন।" বাইবেলের কথাগুলো অন্যান্য কথা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সেইগুলি আত্মা এবং আত্মা হল স্বয়ং ঈশ্বর। এর অর্থ হল যে, যখন আপনি বাইবেল থেকে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেন, ঈশ্বরের আত্মা আপনাকে পরিবর্তন করা শুরু করে। আপনার মধ্যে ঐশ্বরিক জীবন আসে।

৩ বাক্য আপনাকে পরিবর্তন করতে শুরু করে

বাক্য আপনার জীবনের যে সকল বিষয় স্পর্শ করেছে সে সকল পরিবর্তিত হতে শুরু করবে। যদি আপনি অসুস্থ হন এবং বাক্য পাঠ করেন যে ঈশ্বর আরোগ্যতা সম্পর্কে

গীত ১০৭:২০ কি বলেছেন তাহলে আরোগ্য আপনার মধ্যে বাক্যের দ্বারা আসে: "তিনি আপন বাক্য প্রেরণের মধ্য দিয়ে তাহাদিগকে সুস্থ করেন।" অন্য কোন কিছুতে এই ধরণের নাটকীয় জীবন পরিবর্তনের শক্তি নেই! এই কারণে বাইবেল পড়ুন, প্রতিজ্ঞা সকল ঘোষণা করুন আর বাক্যে অবস্থিতি করুন।

ঈশ্বরের বাক্য: এক দৃঢ় ভিত্তি

আমাদের এই পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী এবং সকল কিছু পরিবর্তিত হচ্ছে! সকল বিষয়,

বাক্য আপনাকে পরিবর্ত্তন করতে শুরু করে (ক্রমশঃ)

চিন্তা, পদ্ধতি এবং এমনকি জ্ঞানেরও। যাইহোক যীশু বলেছেন, "আকাশ ও পৃথিবী লোপ হইবে কিন্তু আমার বাক্যের কখনও লোপ হইবে না।" কাজেই ঈশ্বরের বাক্য হল এক দৃঢ় ভিত্তি যার উপরে আপনি দাঁড়াতে পারেন'

মথি ২৪:৩৫

গীত ৪০:২
গীত ৩৩:৪
মথি ৭:৭
যোহন ১৫:৭

"তিনি শৈলের উপরে আমার চরণ রাখিলেন, আমার পদসঞ্চার দৃঢ় করিলেন।" আপনি বুঝতে পারছেন যে, ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন: "কেননা সদাপ্রভুর বাক্য যথার্থ ও সত্য; তাহার ক্রিয়া বিশ্বস্ততাসিক্ত।"

আসুন বাস্তবিকভাবে চিন্তা করা যাক, কেননা ঈশ্বর বস্তুত ব্যবহারিক যদি আপনার পরিস্থিতির অনুকুলে কোন প্রতিজ্ঞা ঈশ্বরের বাক্যে থাকে, আপনি উঠে দাঁড়ান সেই প্রতিজ্ঞার আঁধারে, লোকে কি বলছে বা আপনার অনুভূতি কি সেটা কোন ব্যাপার নয়। ঈশ্বরের বাক্য আপনার পায়ের তলার ভূমি অপেক্ষাও দৃঢ়, একদিন এই ভূমি লোপ পাবে কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য অনন্তকাল স্থায়ী!

ঈশ্বরের বাক্যের উপরে নির্ভর করার উদাহরণ

১ করি: ১:১৮

আপনার জীবনে ঈশ্বরের শক্তিকে কাজ করতে দিন!

সাধু পৌল বলেন: ক্রুশের বাণী (যেখানে খ্রীষ্ট আপনার ও আমার জন্য মরলেন) হল আমাদের জন্য ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা পরিত্রাণপ্রাপ্ত! আহঃ সত্যই! এই ক্রুশীয় বাণী ঈশ্বরের শক্তিতে পরিপূর্ণ।

১ যোহন ১:৯

- আপনার মনে যদি ত্রুটিভাব থাকে এবং এক সময়ে যা কাজ করেছেন তা ভুলতে পারছেন না যদিও আপনি ঈশ্বরের নিকটে অনুতাপ করেছেন তাহলে মনে স্মরণ করুন যীশু ক্রুশে কি করেছেন এবং ঘোষণা করুন, ***"যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপসকল মোচন করিবেন এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হতে শুচি করিবেন।"***

গালাতীয় ৪:৬,৭

- যদি আপনি একাকী অনুভব করেছেন এবং মনে ভাবছেন কেউ আপনার সম্পর্কে চিন্তা করে না বা যত্ন নেয় না তাহলে ক্রুশে কি হয়েছিল তা একটু স্মরণ করুন এবং বলুন: **ঈশ্বর আপন পুত্রের আত্মা আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করেছেন যেন আমি ঈশ্বরকে আমার "আব্বা পিতা" বলে ডাকতে পারি। অতএব আমি আর দাস নই বরং পুত্র।**

১ পিতর ২:২৪

- যদি আপনি অসুস্থ হন আর ঈশ্বরের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে স্মরণ করুন; আপনার আরোগ্যতার জন্য যীশু ক্রুশে কি করেছেন, আর বলুন: **"তাঁহার ক্ষমতাসকল দ্বারা আমি আরোগ্য প্রাপ্ত হয়েছি।"**

আপনি শুনেছেন সাধু পৌল কি বলেছেন, ক্রুশীয় এই বাণী হল ঈশ্বরের শক্তি! এই শক্তি আমাদের জীবনে আসবে যখন আপনি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে দাবী করবেন আর তাঁর বাক্য অনুসারে আপনার জীবন পরিবর্তনের জন্য তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন।

ঈশ্বরের বাক্য নির্দেশ নিয়ে আসে

গীত ১১৯:১০৫

প্রায়ই আমাদের নির্দেশের প্রয়োজন হয়। আমরা অনেক সময় বিস্মিত হয়ে পড়ি যে, কি করা উচিত বা কোথায় যাওয়া বাঞ্ছনীয় ইত্যাদি। ঈশ্বরের বাক্য আপনার চরণের প্রদীপ আর পথের আলো! জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে বাইবেলে কিছু নির্দেশ দেওয়া আছে। যত বেশী বাক্য পাঠ করবেন তত বেশী সহায়তা ও নির্দেশ আপনি পাবেন। ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে কিভাবে তাঁর আশ্চর্য্যজনক উপস্থিতিতে ভালোবাসা ও শক্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে হয় তা আপনাকে শেখাবেন।

বাইবেল অনুসন্ধান

অনুশীলনী ১: নিম্নে কিছু বাইবেল পদ দেওয়া হল যা ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে। সেগুলি দেখুন এবং কি বলতে চেয়েছে তা লিখুন:

২শমূয়েল ২২:৩১ _____

_____

হিতোপদেশ ৩০:৫ _____

_____

যোহন ১৭:১৭ _____

_____

ইব্রীয় ৪:১২ _____

_____

ফিলিপীয় ২:১৬ _____

_____

গীত ১১৯:১০৩ _____

_____

গীত ১১৯:১৩০ _____

_____

যোহন ৬:৬৩ _____

_____

বাইবেল অনুসন্ধান (ক্রমশঃ)

অনুশীলনী ২: আপনার জীবনের তিনটি দিক লিখুন যে সকল বিষয়ে আপনাকে এবং আপনার পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করবার জন্য ঈশ্বরের সাহায্যের প্রয়োজন আছে:

১. _____

_____

২. _____

_____

৩. _____

_____

এবার "আত্মা ও জীবনের বাক্য" নামক শীর্ষক এর পাতায় গিয়ে আপনি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ উপরে করেছেন সে সম্বন্ধীয় বাইবেল পদ খুঁজে বের করুন আর নিম্নে তা লিখুন এবং ঈশ্বর যা বলেছেন তা বিশ্বাস করুন। তার প্রতিজ্ঞায় আস্থা রাখুন!

১. _____

_____

২. _____

_____

৩. _____

_____

ঈশ্বরের বাক্য - সত্য যা আপনাকে স্বতন্ত্র করে!

কার্য্যের সময়

কেমন করে ঈশ্বরের বাক্য আপনার জীবন ও আপনার ঘরে প্রভাব বিস্তার করে? আপনার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে! যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস সহকারে বলেন তখন ঈশ্বরের শক্তি বাহির হয় আর আশ্চর্য্য কাজ হয়। অতএব আপনি যদি ঈশ্বরের সত্য বাক্য ঘোষণা করতে নিজেকে স্মরণ করান তাহলে আপনার জীবন আর একরকম থাকবে না।

১. আপনার ঘর ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে ভরে দিন

হিতো: ৪:২০-২২ দেওয়ালের গায়ে বাইবেলের পদগুলি লিখে ঝুলিয়ে রাখুন। স্মরণের জন্য লেখা পদগুলিকে আপনার টাকার ছোট থলেতে রাখুন। বাইবেলের পৃষ্ঠা চিহ্নিত করবার জন্য সেগুলিকে *২করি: ৫:১৭* ব্যবহার করুন। নিজেকে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা স্মরণ করান। উদাহরণস্বরূপ: আমি খ্রীষ্ট *১পিতর ২:২৪* যীশুতে এক নতুন সৃষ্টি, আমি যীশুর ক্ষত সকল দ্বারা আরোগ্যতা লাভ করেছি ইত্যাদি। আপনি যতবেশী ঈশ্বরের বাক্য নিজের জীবনে প্রয়োগ করবেন ততবেশী বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

২. "আত্মা ও জীবনের বাক্য" নামক আপনার পত্রাংশটি ব্যবহার করুন

এই পাঠমালার সহিত আপনি "আত্মা ও জীবনের বাক্য" পেয়েছেন এটা একটা ছোট পত্রাংশ যা আপনি বাইবেলে, পকেটে বা ব্যাগে রাখতে পারেন। ইহাতে বুনিয়াদী বিষয় আছে কিন্তু খুবই শক্তিযুক্ত শাস্ত্রাংশ।

কিভাবে "আত্মা ও জীবনের বাক্য" ব্যবহার করবেন?

১. অংশটি কেটে বা ছিঁড়ে পাঠমালা থেকে বের করুন এবং এমনভাবে ভাঁজ করুন যাতে পৃষ্ঠাগুলি পর পর থাকে।

২. নিজের সঙ্গে রাখুন।

রোমীয় ১০:৯,১০ ৩. পদগুলি জোরে জোরে বলুন, আপনার বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি আপনার জীবনকে পরিবর্তিত করবে। অতি শীঘ্রই আপনার অনেক বাইবেল পদ মুখস্থ হবে। আর যখন প্রয়োজন তখন পবিত্র আত্মা সেগুলিকে জীবন্ত করে আপনার কাছে নিয়ে আসবে।

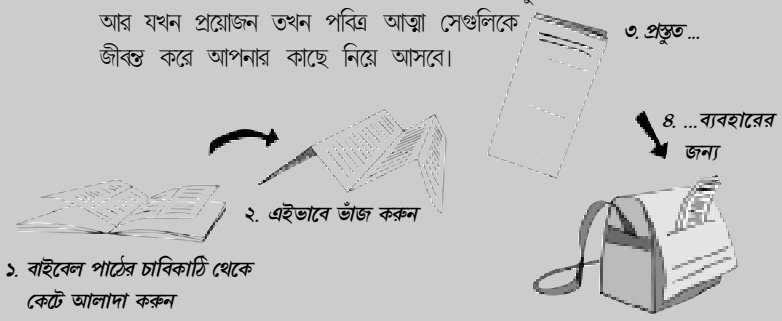

স্মরণের সময়

ঈশ্বরের বাক্য মুখস্থ করুন ও বলুন

বাইবেলের পদগুলি একটি কাগজের টুকরোয় লিখুন। প্রতিদিন তা বেশ কয়েকবার পড়ুন। বাসে যেতে যেতে, অবসর সময়ে কিংবা পরিবারের সঙ্গে যখন মিলিত হন ধরুন খাবার টেবিলে তখন এগুলি পাঠ করুন।

**"কেননা সদাপ্রভুর বাক্য যথার্থ,
তাহার সকল ক্রিয়া বিশ্বস্ততা সিদ্ধ।"**

গীতসংহিতা ৩৩:৪

**"আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে কিন্তু আমার
বাক্যের লোপ কখনই হইবে না।"**

মথি ২৪:৩৫

বাইবেল পাঠের চাবিকাঠি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত মুখ্য জীবন পরিবর্তনকারী বিষয়গুলি পরবর্তী পাঠে আলোচিত হয়েছে।

- বাপ্তিস্ম
- অপর বিশ্বাসীদের সহিত সহভাগীতা
- প্রার্থনা ও আরাধনা

বাইবেল পাঠের চাবিকাঠি হল:

- এমন এক পাঠক্রম যাতে ঈশ্বরের বাক্য থেকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
- এটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, আবার দলগত অধ্যয়নের জন্যও ব্যবহার করা চলে।

এই পাঠক্রমের মূল ভিত্তি হলো বাইবেল, যা ঈশ্বরের শাশ্বত বাক্য। এই মহাশক্তিশালী বইটিতে আছে এই মর্ত্য জীবনে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও প্রত্যেকের জন্য ধার্মিকতা ও আনন্দ খুঁজে পাওয়ার চাবিকাঠি।

আরো কিছু জানতে হলে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

Copyright © 2000 Victura & InterMedia Services Ltd. All rights reserved. Printed in India 2002